দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২০

লালবাগ মাদ্রাসার ইতিকথা

॥ মুহাম্মদ তৈয়্যেব ॥

লালবাগ জামেয়া শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, একটি দ্বীনী আন্দোলন দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর তার অনুকরণে এই উপমহাদেশে অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কিন্তু বিভক্ত ভারতের তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে তখনো কোন বলিষ্ঠ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল না। ফলে ইসলামী জ্ঞানান্বেষীরা পূর্বে দেওবন্দ, সাহারানপুর, লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী ইত্যাদি স্থানে যেয়ে দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করলেও দেশ বিভাগের পর ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতার কারণে তা আর তাদের জন্য সম্ভব হয়ে উঠছিল না। এ দেশীয় উলামায়ে কেরামের প্রচেষ্টায় ঐ সময় কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও একটি বহুমুখী আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল তীব্রভাবে। ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (রহঃ) তখন ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। স্থানীয় মুখলিছ উলামায়ে কেরাম তাঁর খেদমতে এ জাতীয় একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রস্তাব পেশ করলে তিনি তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেন এবং নিজে সক্রিয় সহযোগিতা দানের আশ্বাস দেন। কিন্তু সুবিধা মত স্থানের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) তখন লালবাগ শাহী মসজিদের খতীব। তিনি মহল্লাবাসী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করে এ ধরনের একটি আদর্শ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অত্র এলাকায় প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা হাতে নেন। অতঃপর হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ), হযরত মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান (রহঃ), আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ), হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান বেখুদ (রহঃ) ও এলাকার মুসলিম জনসাধারণের যৌথ পরামর্শক্রমে এবং হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (রহঃ) -এর বিশেষ দুআয় লালবাগ শাহী মসজিদকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শ ও শিক্ষা কারিকুলাম অনুসারে এ প্রতিষ্ঠানটির সূচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরামর্শ অনুযায়ী ১৯৫০ ইংরেজী মোতাবেক ১৩৭০ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রথম যাত্রা শুরু হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে এর নামকরণ করা হয় "জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া"।

লালবাগ জামেয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) লালবাগ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এভাবে বর্ণনা করেছেন আমি একজন হাফেজ সাহেবকে নিয়ে পবিত্র কুরআন শিক্ষার কাজ শুরু করি। অল্পদিনের মধ্যে মহল্লা ও আশে-পাশের অনেক বাচ্চাদের সমাগম হল। বাহির থেকে অনেক ছেলেরা হেফজের জন্য সমাবেত হল। যদ্দুরুন কালামে মজীদের হেফজ বিভাগও শুরু হয়ে গেল। বহিরাগত ছাত্রদের থাকার জন্য আস্তে আস্তে নির্মাণ কাজও আরম্ভ হল। দক্ষিণ দিকে একতলা নির্মিত হওয়ার পর হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (রহঃ)কে এনে দু'আ করানো হল। তিনি দেখে খুশী হলেন এবং বললেন, এখানে একটি বড় মাদরাসা হতে পারে। সুতরাং তাই হয়ে গেল।

কিছুদিন পর কতক অসুবিধার কারণে বড়কাটারা মাদরাসার কয়েকজন শিক্ষক অধিক সংখ্যক ছাত্রদের নিয়ে লালবাগ এসে উপস্থিত হয়ে গেলেন। হযরত মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান সাহেব (রহঃ), হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (রহঃ), হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুর (রহঃ) এবং শহরের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মহল্লাবাসীসহ মসজিদে সমবেত হয়ে পরামর্শমূলক ফিকির করতে ছিলেন যে, এখন এ মাদরাসা কোথায় প্রতিষ্ঠা করা যায়। এ সময় আমি দাঁড়িয়ে আরজ করলাম যে, আপাততঃ এ মসজিদেই শুরু করা হোক। পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ অন্যত্র জায়গা তালাশ করে নেব।

এ প্রস্তাবে উলামায়ে কেরাম ও মহল্লাবাসী এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত খুশী হলেন। বিশেষ করে মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান সাহেব (রহঃ) ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম। আল-হামদুলিল্লাহ! আমার মাদরাসা চালু হয়ে গেল। হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী সাহেব (রহঃ), মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ সাহেব এবং তৎকালীন শিক্ষকমন্ডলীর নেতৃত্বে আর এ মাদরাসা অস্থায়ী রয়ে যায়নি, বরং প্রায় বিশ্বময় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে আজকের জামেয়া কোরআনিয়া।

লালবাগ শাহী মসজিদ সম্পর্কে হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) বলেন–"এ মসজিদের সাথে আমার সম্পর্ক মাদরাসার সম্পর্ক থেকে পুরান। মুতাওয়াল্লীগণের সাথে সব সময় সুম্পর্ক থাকত। দ্বীনী আখলাকের দরুন তাঁরা সব সময় আমাকে এহতেরামের নজরে দেখতেন। আমাকে মসজিদ থেকে কখনো সম্পর্কছিন্ন হতে দেননি।"

যুগে যুগেই সারাবিশ্বে পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এ পরিবর্তনের ঢেউ। কিন্তু লালবাগ জামেয়া কোনকালেই কিঞ্চিত বিচ্যুত হয়নি তার মৌলিক আদর্শ ও উদ্দেশ্য থেকে। প্রায় অর্ধশতাব্দী অতিবাহিত হতে চলছে লালবাগ জামেয়া তার গৌরবোজ্জ্বল অতীত নিয়ে আজও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। বহু ঝড়-ঝাপটাই তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, অনেক স্রোতেরই তরঙ্গমালা তাকে আঘাত হেনেছে। কিন্তু লালবাগ জামেয়া তার নীতিতে অটল, অবিচল। উপরন্তু যুগের পরিবর্তনকে তার নিজস্ব নীতিতে রূপান্তরিত করার জন্য সদা-সর্বদা আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছে। শত বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে তার এই প্রচেষ্টা ছিল নিতান্তই ইসলামের স্বার্থে। তাই আজ বাংলাদেশের মুসলমানরা দীর্ঘ সময় গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও যতটুকু ধর্মপরায়ণ, খোদাভীরু। তা সচরাচর অন্যকোন মুসলিম দেশের নাগরিকদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না।

সূচনাকাল থেকেই মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর ন্যায় বুযুর্গ ও সুদক্ষ ব্যক্তির বলিষ্ঠ পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং বহুমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথ উন্মুক্ত হয়। অনেকগুলো দিক বাস্তবায়িতও হয়। হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহ:) যেমন এর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন, ঠিক তেমনি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এর সার্বিক তত্ত্বাবধানের সাথে জড়িত ছিলেন ওৎপ্রোতভাবে। হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ)-এর রূহানী তাওয়াজ্জুহ এ প্রতিষ্ঠানটিকে মাকবুলিয়াত দান করে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর বলিষ্ঠ পরিচালনায় মাদরাসাটি পরিচালিত হয়ে আসছিল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

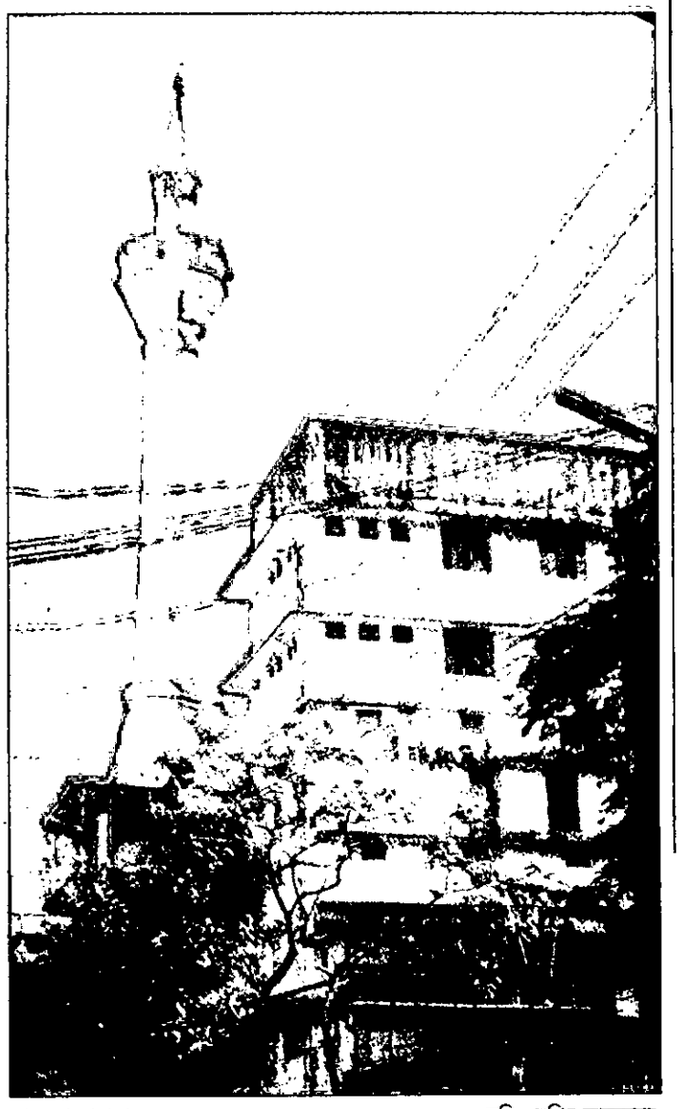

লালবাগ মাদ্রাসা *ছবি : রশিদ তালুকদার*